‡Mvcbxq

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম।

নং-১৮.১৬.০০০০.৩৫২.০৬.০১৫.১৬-

তারিখঃ ০৮-০৪-১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
২৩-০৭-২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ গত ২৩-০৭-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর চেয়ারম্যান জনাব শাজাহান খান, এম.পি এর সভাপতিত্বে গত ২৩-০৭-২০১৬ তারিখ রোজ শনিবার বেলা ১১-০০ টায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের শহীদ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান মুন্সী অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ৩৮তম (২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় সংসদ সদস্য (চট্টগ্রাম-১১) ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব এম. আব্দুল লতিফ, বোর্ড পরিচালক ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব, জনাব অশোক মাধব রায়, বোর্ড পরিচালক ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমডোর এম. হাবিবুর রহমান ভূইয়া, বোর্ড পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), বেগম ইয়াসমিন আফসানা এবং বোর্ড পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি)-চলতি দায়িত্ব ও নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্য)- অতিরিক্ত দায়িত্ব জনাব মোঃ সাঈদ উলস্নাহ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, জনাব এম.এম. তারিকুল ইসলাম সভায় উপস্থিত ছিলেন। ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উলেস্নখযোগ্য সংখ্যক শেয়ারহোল্ডার উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির নির্দেশক্রমে সভা পরিচালনা করেন বিএসসি'র সচিব, জনাব মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল।

০২। সভায় উপস্থিত বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর সদস্যবৃন্দ ও শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা সংলগ্নী -'ক' ও 'খ'-তে সন্নিবেশিত হয়েছে।

০৩। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও তর্জমার মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সূচনা হয়।

০৪। **সভাপতি মহোদয়ের স্বাগত ভাষণ ঃ-**

৪.১। সভার প্রারম্ভে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ প্রদান করেন সভার সভাপতি ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, জনাব শাজাহান খান, এম. পি। সভাপতি তাঁর স্বাগত ভাষণে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব এম. এ. লতিফ, এমপি, পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ও উপস্থিত অন্যান্য সকলকে স্বাগত জানান।

৪.২। সভায় উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে স্বাগত জানানোর পর সভাপতি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৭২ সনের ৫ই ফেব্রম্নয়ারি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সভাপতি বলেন যে, সম্মানিত

শেয়ারহোল্ডারদের মূল্যবান পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কর্মকান্ডে উত্তরোত্তর উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪.৩। অতঃপর সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, সু-শাসন প্রতিষ্ঠা, সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের পথ সুগম করা বর্তমান সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ কাম্য মর্মে তিনি সকলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ০৭-০৯-২০১৪ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন দিকনির্দেশনার আলোকে এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিএসসি'র উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে চীন সরকারের **Concessional Loan** এর অধীনে বিএসসি'র জন্য ০৬টি নতুন জাহাজ (০৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার ও ০৩টি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার) ক্রয় প্রকল্পটি গত ০৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। প্রকল্পটির ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী দুই মাসের মধ্যেই ঋণচুক্তি স্বাক্ষর সমাপনান্তে জাহাজ নির্মাণ কাজ এগিয়ে যাবে। এছাড়া, শেয়ার বাজার হতে আরপিও'র মাধ্যমে অর্জিত টাকা ব্যয়ে কমপক্ষে ৩৪০০০ ডিডবিম্নউটি সম্পন্ন একটি প্রোডাক্ট কেমিক্যাল/ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান যে, বর্তমান সরকার বিদুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহন করেছে। তম্মধ্যে রামপাল তাপ বিদুৎ কেন্দ্রে প্রতি মাসে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন কয়লা প্রয়োজন হবে। উক্ত কয়লা বিএসসি কর্তৃক পরিবহনের জন্য ইতোমধ্যে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত কয়লা এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)'র পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানী তেল পরিবহনের জন্য বিভিন্ন আকার ও ধরণের জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন সরকারের ভিশন-২০২১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বিভিন্ন আকার ও ধরণের ২১টি জাহাজ বিএসসি'র বহরে সংযোজনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ সংগ্রহের পাশাপাশি ঢাকাস্থ নিজস্ব জমিতে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ২৫তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অতি শীঘ্রই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উক্ত ভবন উদ্বোধন করা হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উক্ত ভবন থেকে অর্জিত আয় বিএসসি'র উন্নয়নে উলেস্নখযোগ্য অবদান রাখবে এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসসি'র সুনাম অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.৪। তিনি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আন্তর্জাতিক নৌ-পথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং বাংলাদেশের সিংহভাগ আমদানী ও রপ্তানী পণ্য নিজস্ব জাহাজ বহর দ্বারা পরিবহন করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী নৌ-বাণিজ্যের সহায়ক পরিবহন নেটওয়ার্ক এর ভিত গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে সরাসরি তাঁর অধীনে রেখেছিলেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কোন নিজস্ব জাহাজ ছিল না। শুধুমাত্র এজেন্সী ব্যবসার মাধ্যমে শূন্য হতে কর্পোরেশন যাত্রা শুরম্ন করে। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভের মাত্র ৪ মাসের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ "বাংলার দূত" এবং এর পরপরই "বাংলার সম্পদ" নামক অপর একটি জাহাজ কর্পোরেশনের বহরে সংযোজিত হয়। উলেস্নখ্য বঙ্গবন্ধুর সুচিন্তিত দিকনির্দেশনায় তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৭৪ সালের মধ্যে ১৪টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগৃহীত হয়।

৪.৫। সভায় নৌপরিবহন মন্ত্রী আরও বলেন যে, দেশের অত্যন্ত স্পর্শকাতর পণ্য Crude oil এবং Petroleum Products এর আমদানী ও পরিবহন তখন থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে দেওয়া হয় যার ধারাবাহিকতায় আজও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক আমদানীকৃত সমুদয় ক্রুড অয়েল উক্ত সংস্থার পক্ষে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন পরিবহণ করে আসছে।

৪.৬। তিনি শেয়ারহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও আন্তর্জাতিক শিপিং ব্যবসায় ক্রমাগত নিম্নগতির কারণে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের আয় কমে গেছে। অন্যদিকে বিএসসি'র জাহাজগুলো অত্যন্ত পুরাতন হওয়ায় এগুলি পরিচালনায় সীমিত সুযোগ, জাহাজী কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, পুরাতন জাহাজের বীমা খরচ ও জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শিপিং এ নিত্য নতুন বিধি সংযোজিত হওয়ায় কর্পোরেশনের জাহাজ পরিচালনা ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কর্পোরেশন ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আয় করে ১৩০ কোটি ০১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় ১২৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থ বছরে সংস্থার নীট লাভ হয়েছে মাত্র ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। কর্পোরেশনের নীট লাভের পরিমাণ সামান্য হওয়া সত্বেও শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনা করে ২৮৬তম বোর্ড সভায় সরকার ব্যতীত শুধুমাত্র সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০% লভ্যাংশ ঘোষণার সুপারিশ করা হয়েছে।

৪.৭। তিনি শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বাণিজ্যিক কার্যক্রম ছাড়াও সরকারী সংস্থা হিসেবে জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। দেশের স্বার্থের প্রয়োজনে প্রচলিত অপ্রচলিত পণ্য পরিবহণ করাসহ অলাভজনক রুটেও কর্পোরেশন জাহাজ পরিচালনা করে থাকে। মেরিটাইম শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএসসি'র জাহাজে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির বেশ কিছু ক্যাডেটদের প্রতি বছর প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া কেবলমাত্র এ সংস্থার জাহাজেই বিগত দুই বছর যাবত মহিলা ক্যাডেটদের এক বছরের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যারা ভবিষ্যতে দেশি-বিদেশী জাহাজে যোগদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দেশের সুনাম অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিএসসি'র জাহাজবহর বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে জাতীয় পতাকা বহন করে থাকে বিধায় দেশের পরিচিতি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বলের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসসি'র ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই জাতীয় স্বার্থেই বিএসসির উত্তরোত্তর উন্নয়ন অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

৪.৮। এ পর্যায়ে তিনি বর্তমান সময়ে ধর্মের নামে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের উত্থানের বিষয়েও আলোকপাত করেন। তিনি সম্প্রতি সন্ত্রাসী হামলা ও হত্যাকান্ড চালিয়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে দেশকে যারা অস্থিতিশীল করে সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ করছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনমত গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন শান্তির ধর্ম ইসলামে সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষ হত্যা অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত এবং এ অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির কথা পবিত্র কোরআন শরীফে উলেস্নখ রয়েছে। তিনি সম্প্রতি বাংলাদেশে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলায় সকল নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং এধরণের অনৈতিক এবং ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের নিন্দা জানান। তিনি আরও বলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ একজন ধার্মিকের নৈতিক দায়িত্ব। এ বিষয়ে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা সচেতনাতায় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে নিরুৎসাহিত ও নির্মূলকরণে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব প্রত্যেক সুনাগরিকের। ইসলাম ধর্মে দেশপ্রেম অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। রাষ্ট্রের উন্নয়নে অন্যের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের বৈশিষ্ট। তাই তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় আলোকিত

হয়ে প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের আহবান জানান। এছাড়া, তিনি বিএসসি'র ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দরসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক উন্নয়নের উদাহরণ দেন যা পূর্বের বিভিন্ন সরকারের সময় অবহেলিত ছিল অথবা কিছু পদক্ষেপ নেয়া হলেও সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তিনি শেয়ারহোল্ডারদের বিএসসি'র জাহাজ সংগ্রহসহ গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএসসি হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে মর্মে আশ্বস্ত করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

০৫। **জনাব এম. আবদুল লতিফ, এম.পি. সম্মানিত সদস্য, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এর বক্তব্য ঃ**

৫.১। তিনি নৌপরিবহন মন্ত্রী, বিএসসি বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ, বিএসসি'র পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ ও সাংবাদিকসহ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরূ করেন। তিনি সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্যকে যথাযথ বলে অভিহিত করেন এবং বলেন বর্তমান বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় একটি মহল ইর্ষান্বীত হয়ে এই অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন ব্যক্তি'র সমৃদ্ধি দেশের সমৃদ্ধি। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বর্তমানে দেশের শিড়্গা জগতে একটি বিপস্নব সাধিত হয়েছে। তিনি দেশের উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আহবান জানান। তিনি আরো উলেস্নখ করেন যে, স্বাধীন সার্বভৌম ভূখন্ড আমরা পেয়েছি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি দেশের উন্নয়নের স্বার্থে বিএসসি'র উন্নয়ন অপরিহার্য উলেস্নখ করে বলেন যে, বিএসসি জ্বালানী পরিবহনের সাথে যুক্ত এবং ভবিষ্যতে এ সংস্থার সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে কেননা প্রস্তাবিত কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পরিবহনের দায়িত্ব বিএসসি'র মতো পেশাগতভাবে সমৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানের পাওয়াই যুক্তিযুক্ত। একজন শেয়ারহোল্ডার হিসেবে তিনি বিএসসি'র বহরে অনতিবিলম্বে জাহাজ সংযোজনের অনুরোধ এবং বিনিয়োগকারীদের পড়্গ থেকে বিএসসি'র উন্নয়নে সংশিস্নষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

০৬। **বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠ ঃ-**

৬.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসি'র সচিব বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠ করেন।

০৭। **আলোচ্যসূচী ১ ঃ- বিগত ১৩ জুন, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ঃ-**

৭.১। এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসি'র সচিব উলেস্নখ করেন যে, বিগত ১৩-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসসির ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের শেয়ারহোল্ডারদের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বিগত আগস্ট ২০১৫ মাসে বিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং একইসাথে এ ব্যাপারে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, সভায় প্রবেশের সময় আপনাদেরকে (সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে) গত ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী দেয়া হয়েছে এবং আপনারা তা পাঠ করেছেন মর্মে গণ্য করা যায়। এমতাবস্থায়, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিতকরণের জন্য বিএসসি'র সচিব সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের আহ্বান জানান। উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের সমর্থনের প্রেক্ষিতে বিগত ১৩-০৬-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে সভায় অনুমোদিত হয়। অতঃপর সভাপতি (নৌপরিবহন মন্ত্রী) বিগত সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করেন।

০৮। **নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বক্তব্য ঃ**

৮.১। তিনি জাতীয় এ প্রতিষ্ঠানের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে উপস্থিত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী ও সভার সভাপতি, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য ও স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব এম.এ. লতিফ, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর পরিচালকবৃন্দ, সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডার ও সাংবাদিকদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য শুরম্ন করেন। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আজকের দিনটি আপনাদের। তাই আপনাদের আজকের মূল্যবান দিকনির্দেশনা ও মতামত এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী এক বছরের বিএসসি'র কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারিত হবে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম বাস্ত্মবায়ন করা হবে। তিনি জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গুরম্নত্ব অনুধাবন করে সদ্য স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালের ৫ই ফেব্রম্নয়ারী বিএসসি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংস্থা শুধু মালামাল পরিবহন করে না, একইসাথে দেশের পতাকাও বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে বহন করে মাতৃভূমির সম্মান সমুন্নত রাখে। বিশ্বব্যাপী নৌপরিবহন বাণিজ্যে মন্দাবস্থা এবং পুরাতন জাহাজ পরিচালনায় নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিএসসি লাভ করায় এবং লভ্যাংশ প্রদান করতে পারায় আমি আনন্দিত। জাতীয় উন্নয়নে বিএসসি'র ভূমিকা উলেস্নখ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, বিএসসি নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি'র ক্ষেত্রে গুরম্নত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর এ সংস্থার উন্নয়নে উলেস্নখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। তিনি শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ বিএসসি'র অগ্রযাত্রায় গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি সকলকে বিএসসি'র উন্নয়নে সহযোগিতা করার অনুরোধ করেন । একইসাথে তিনি নৌপরিবহন মন্ত্রী এবং সম্মানিত স্থানীয় সংসদ সদস্যকে অতি ব্যস্ত্মতার মধ্যেও সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডাদের বিপুল উপস্থিতি বিএসসি'র উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০৯। **আলোচ্যসূচী ২ ঃ- বিএসসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর প্রতিবেদন উপস্থাপন ঃ-**

৯.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমডোর এম. হাবিবুর রহমান ভূইয়া সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রথমেই তিনি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। অতঃপর তিনি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের যে সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ইতোমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন; মহান আলস্নাহ তালার নিকট তাঁদের রস্নহের মাগফেরাত কামনা করেন। বিগত দিনে কর্পোরেশনের সাথে সংশিস্নষ্ট যে সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, কর্মকর্তা-কর্মচারী যাদের আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠ কর্মকান্ডের ফলে কর্পোরেশন বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, সে সকল পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৯.২। **জাতীয় স্বার্থে বিএসসি'র অবদানঃ**

তিনি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন সরকারের স্বায়ত্বশাসিত একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের বিভিন্ন আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কর্পোরেশন বিশেষ অবদান রেখে আসছে যেমন ঃ-

(ক) জাহাজে পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনপূর্বক জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান।
(খ) জ্বালানী তেল ও খাদ্য দ্রব্য পরিবহনের মাধ্যমে জ্বালানী নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তায় সরাসরি অবদান।
(গ) মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ লোকবল গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।
(ঘ) সংস্থায় চাকুরী সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অবদান।
(ঙ) এছাড়া জাহাজ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের হাজার হাজার লোক আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে।

৯.৩। **কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়, নীট লাভ ও লভ্যাংশ ঘোষণাঃ**

(ক) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিএসসি'র আয় ১৩০.০১ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয় ১২৪.৬৮ কোটি টাকা। আর্থিক বিশেস্নষণে আলোচ্য অর্থ বছরে সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ৫.৩৩ কোটি টাকা।
(খ) গত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিএসসি'র আয় হয়েছিল ১৭১.১৪ কোটি টাকা ও ব্যয় হয়েছিল ১৬৭.৭৭ কোটি টাকা অর্থাৎ নীট লাভ হয়েছিল ৩.৩৭ কোটি টাকা।
(গ) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কর্পোরেশন ৫.৩৩ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করে যা খুবই সামান্য। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার/পুঁজিবিনিয়োগকারীদের স্বার্থ বিবেচনা করে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সরকার ব্যতীত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে ১০% হারে নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

৯.৪। অতঃপর বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সমুদ্র পথে জাহাজ পরিচালনা ও অন্যান্য অপরিচালনা আয় খাতে কর্পোরেশনের আয় এবং বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের চিত্র পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপঃ-

(ক) **২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন খাতে আয়ঃ-**

(০১)	বাংলাদেশ/পাকিস্তান/পশ্চিম এশিয়া উপসাগরীয় সার্ভিস	টাকা = ৭.০৭ কোটি
(০২)	চার্টারিং/ট্র্যাম্পিং/লাইটারেজ কার্যক্রম	টাকা = ৫১.৬১ কোটি
(০৩)	ফিডার সার্ভিস	টাকা = ২.৯১ কোটি
(০৪)	অন্যান্য পরিচালনা আয়	টাকা = ২২.৭০ কোটি
(০৫)	অপরিচালনা আয়	টাকা=৪৫.৭২ কোটি
(০৬)	মোট আয়	টাকা=১৩০.০১ কোটি

(খ) **২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গুরম্নত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাতে ব্যয় ঃ-**

(০১)	বেতন-ভাতাদি (এফ্লোট ১৬.৯০ কোটি টাকা + শোর ১০.৭১ কোটি টাকা)	টাকা= ২৭.৬১ কোটি
(০২)	জ্বালানী তেল ও পানি	টাকা= ৪২.৬০ কোটি
(০৩)	জাহাজের বীমা	টাকা= ১১.২৯ কোটি
(০৪)	এজেন্সি কমিশন ও ব্রোকারেজ	টাকা= ১.৭৩ কোটি

(০৫)	ডেক ও ইঞ্জিন ষ্টোর্স ব্যয়	টাকা= ৩.৩৮ কোটি
(০৬)	ডেসপ্যাচ ডেমারেজ	টাকা= ০.৩৭ কোটি
(০৭)	বন্দর, ক্যানেল ও শুল্ক কর	টাকা= ৫.০৬ কোটি
(০৮)	যন্ত্রাংশ ক্রয়	টাকা= ৫.৩০ কোটি
(০৯)	ষ্টিভিডোরিং ব্যয়	টাকা= ১.৩৩ কোটি
(১০)	জাহাজ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভে	টাকা= ৪.৮৫ কোটি
(১১)	জাহাজের ভিকচুয়ালিং খাতের ব্যয়	টাকা= ৪.৩৬ কোটি

৯.৫। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও নানাবিধ কারণে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথে জাহাজের ভাড়া বিগত তিন দশকের মধ্যে বর্তমানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, বিএসসি বহরের পুরাতন জাহাজের রড়্গাণাবেড়্গাণে বীমা ও খুচরা যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধি ও জাহাজী কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধির কারণে জাহাজ পরিচালনা খাতে খরচের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ৩০-৩৫ বছরের পুরাতন জাহাজের মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৫.৩৩ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

৯.৬। কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধনের বিষয়ে তিনি সভায় অবহিত করেন যে, ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ১৩৬ কোটি ১৯ লড়্গা ২০ হাজার টাকা তম্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের শেয়ারের পরিমাণ ৭০ কোটি ৯৪ লড়্গা ৯৫ হাজার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসহ ব্যক্তিমালিকদের ৬৫ কোটি ২৪ লড়্গা ২৫ হাজার টাকা। মূলধন খাতে বাংলাদেশ সরকারের অংশ ৫২.১০% এবং বেসরকারী ব্যক্তি মালিকদের অংশ ৪৭.৯০%।

৯.৭। **সম্পদ ও দায়**

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী বিএসসি'র মোট সম্পদের পরিমাণ ১০৩৮.৩৪ কোটি টাকা এবং মোট দেনার পরিমাণ ২১৭.৩২ কোটি টাকা।

৯.৮। **লোকবল ঃ-**

ব্যবস্থাপনা পরিচালক উলেস্নখ করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮০-১৯৮৫) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বহরে ৪০টি জাহাজ অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। সে প্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালে কর্পোরেশনের শোর এষ্টাবিস্নশমেন্ট (অফিসে) লোকবল ১৫২১ জন (কর্মকর্তা ২১৭ জন, কর্মচারী ১৩০৪ জন) অনুমোদন করা হয়। জাহাজের সংখ্যা কমে যাওয়ায় লোকবলের সংখ্যা যথেষ্ট সংকুচিত হয়েছে। বর্তমানে কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা ৫৯ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১৬০ জন অর্থাৎ সর্বমোট কর্মকর্তা ও কর্মচারী ২১৯ জন ।

৯.৯। **চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ঃ-**

তিনি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে উলেস্নখ করেন যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকারের বিশেষ দিকনির্দেশনায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যেমন ঃ

(ক) **জাহাজ অর্জনঃ-**

১. চীন সরকারের Concessional loan এর আওতায় চীন থেকে ৬টি নতুন জাহাজ (৩টি নতুন প্রোডাক্ট ওয়েল ট্যাংকার, ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার) ক্রয়ের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে কার্যক্রম শুরম্ন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠান China National Machinery Imp. & Exp. Corporation এর সাথে ৩০-০৪-২০১৪ তারিখে জাহাজ নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অত:পর আলোচ্য প্রকল্পটি গত ০৭-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। আশা করছি, আগামী মাসখানেকের মধ্যেই ঋণচুক্তি স্বাড়ার সমাপনান্তে্ম জাহাজ নির্মাণ কাজ এগিয়ে যাবে। প্রতিটি প্রোডাক্ট ওয়েল ট্যাংকারের মূল্য মাঃডঃ ৩৬.২০ মিলিয়ন এবং প্রতিটি বাল্ক ক্যারিয়ার এর মূল্য মাঃডঃ ২৫.৩০ মিলিয়ন। তদানুযায়ী ৬টি জাহাজের সর্বসাকুল্য মূল্য মাঃ ডঃ ১৮৪.৫০ মিলিয়ন বা ১৪৪৮.৩৩ কোটি টাকা। ০৬টি জাহাজের প্রতিটির ধারণ ড়ামতা হবে প্রায় ৩৯ হাজার মেট্রিক টন। আশা করা যায় ২০১৮ সালের মধ্যে জাহাজগুলো বিএসসি বহরে যুক্ত হতে থাকবে।

২. চীন থেকে ৬টি জাহাজ ক্রয় ছাড়াও সম্প্রতি ৩০,০০০-৩৫,০০০ ডিডবিস্নউটি সম্পন্ন ২টি কেমিক্যাল/ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয় এবং ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ ডিডবিস্নউটি সম্পন্ন ২টি নতুন মাদার ট্যাংকার সংগ্রহের লড়্যে চীনের ভিন্ন দুইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাড়ার হয়েছে। তদুপরি আরও ০৪টি নতুন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ ক্রয়ের লড়্যে আর্থিক বিশেস্নষণসহ কার্যক্রম শুরম্ন করা হয়েছে।

৩. আরপিও এর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রির অর্থ দিয়ে কমপড়্যে ৩৪০০০ ডিডবিস্নউটি ড়ামতা সম্পন্ন একটি নতুন প্রোডাক্ট/কেমিক্যাল, ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয়ের কার্যক্রম চলছে।

৪. সরকারের রূপকল্প- ২০২১ ও ২০৪১ কে সামনে রেখে বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ী তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রস্তাবিত ১৩২০ মেগাওয়াট সম্পন্ন রামপাল তাপ বিদুৎ কেন্দ্রে প্রতি মাসে ৪.৫০ লড়া মেট্রিক টন কয়লা প্রয়োজন হবে। উক্ত কয়লা বিএসসি কর্তৃক পরিবহনের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী (প্রাঃ) লিঃ **(BIFPCL)** কর্তৃপড়্যের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাড়ার হয়েছে। উক্ত কয়লা বিদেশ থেকে পরিবহনের জন্য ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ ডিডবিস্নউটি সম্পন্ন ৬টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার এবং লাইটারেজ করার জন্য ১০০০০-১৫০০০ ডিডবিস্নউটি সম্পন্ন ১০টি লাইটারেজ বাল্ক ক্যারিয়ার ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জাহাজগুলো সংস্থার বহরে সংযোজিত হলে সংস্থার আয় অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় সংস্থা সমুদ্র পথে জাহাজে পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরম্নত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সড়াম হবে এবং সংস্থা হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

(খ) **<u>ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য উন্নয়ন</u>**

(১) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী কর্তৃক গত ২৭-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখে বিএসসি'র ঢাকাস্থ নিজস্ব জমিতে একটি ২৫তলা ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং তৎপরবর্তী নির্মাণ কাজ শুরম্ন করা হয়। প্রায় ৬৩.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল, দৈনিক বাংলার মোড়ে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ২৫তলা বাণিজ্যিক ভবনের (বিএসসি টাওয়ার) নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএসসি'র বহুল কাংঙ্খিত এ বাণিজ্যিক ভবন উদ্বোধন করবেন মর্মে আশা করেন। এ ভবন বাণিজ্যিকভাবে ভাড়া দেওয়ার কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরম্ন করা হয়েছে। উক্ত ভাড়া থেকে বছরে প্রায় ৭ কোটি টাকা আয় হবে যা বিএসসি'র উন্নয়নে উলেস্নখযোগ্য অবদান রাখবে।

(২) বিএসসি'র মেরিন ওয়ার্কশপ জাহাজ মেরামতের ড়্রোত্রে বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ ৩০ বছর পর ৮.৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মেরিন ওয়ার্কশপের আধুনিকায়ন প্রকল্প সফলভাবে বাস্ত্মবায়িত হয়েছে। এতে মেরিন ওয়ার্কশপের মেরামত কর্মড়্গমতা ও দড়্গতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কর্পোরেশনের নিজস্ব জাহাজ এবং দেশী-বিদেশী জাহাজ ও বিভিন্ন শিল্প স্থাপনায় প্রয়োজনীয় মেরামত কার্য উক্ত ওয়ার্কশপে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৯.১০। **<u>RPO এর অর্থ ব্যবহার এবং জাহাজ ক্রয় ঃ-</u>**

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবগত করা হয় যে, **RPO** এর মাধ্যমে শেয়ারবাজার হতে ৩১৩.৭০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। বিগত ২৬-০৬-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনক্রমে **RPO** এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ হতে এ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ টাকা ৭৫ কোটি ৭৬ লড়্গ ৬৯ হাজার ৯ শত ৭৭ টাকা । এ ব্যয়ের মধ্যে ঢাকাস্থ ২৫তলা ভবন নির্মাণ বাবদ ব্যয় ৫৭ কোটি ৮৩ লড়্গ ৯ হাজার টাকা এবং শেয়ার বাজারজাতকরণ খাতে ব্যয় ১৭ কোটি ৯৩ লড়্গ ৬০ হাজার ৯ শত ৭৭ টাকা। **RPO** ফান্ডে বর্তমানে ২৩৭ কোটি ৯৪ লড়্গ ১ হাজার ৫ শত ১৩ টাকা ব্যাংকে জমা আছে এবং এ টাকা থেকে কমপড়্গে ৩৪০০০ ডিডবিস্নউটি ড়্গমতা সম্পন্ন একটি নতুন প্রোডাক্ট কেমিক্যাল, ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান আছে।

৯.১১। পরিশেষে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, শুল্ক কর্তৃপক্ষসহ আমদানীকারক ও রপ্তানীকারক, বিএসসি'র সাথে সম্পৃক্ত ব্যাংকসমূহ, সকল এজেন্ট, অন্যান্য সংস্থাসমূহ এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে তাঁদের সহায়তা ও সহযোগিতার জন্য আন্ত্মরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের আন্ত্মরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

১০। **<u>আলোচ্যসূচী ২ এবং ৩ সভায় উপস্থাপন এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বক্তব্য আহবানঃ-</u>**

০৯.০১। এ পর্যায়ে সভাপতি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট, লাভ-লোকসান হিসাব ও যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর উক্ত প্রস্ত্মাবের উপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে বক্তব্য রাখার আহবান জানান। সে প্রেক্ষিতে নিম্নেবর্ণিত শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেনঃ-

১১। **সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বক্তব্যঃ-**

১১.১। বেগম জেসমিন আক্তার (শিরীন) (বিও একাউন্ট নং-১২০৩২৫০০১৮৪৯৮৯৮১) ঃ-

বেগম জেসমিন আক্তার (শিরীন) সভায় উপস্থিত নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান, এম.পি, স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব এম. আবদুল লতিফ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব, বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ ও উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরন্ন করেন। তিনি সুন্দর মনোরম পরিবেশে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপড়্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিএসসি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। তিনি আগামীতে ২০-২৫% লভ্যাংশ পাবেন বলে আশা করেন। তার আশা পূরনে জরন্নরী ভিত্তিতে জাহাজ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান এবং এ বিষয়ে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্ত্মড়্গেপ কামনা করেন। তিনি বিসিআইসির আমদানীকৃত সার পরিবহনে বিএসসি'র সম্পৃক্ততা নেই কেন তা জানতে চান। তিনি বলেন সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহনে বিএসসি আইনগতভাবে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। কিন্তু বিসিআইসি বিএসসি'র মাধ্যমে পণ্য পরিবহন না করে তারা নিজেরাই জাহাজ ভাড়া করে পণ্য পরিবহন করছে। কি কারণে তা করছে এ বিষয়ে রহস্য উম্মোচনের জন্য দেশ প্রেমিক মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। তিনি ঢাকাস্থ সংস্থার নতুন ২৫তলা ভবন (বিএসসি টাওয়ার) উদ্বোধনের সময় **'Financial Express'** অথবা 'প্রথম আলো' জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি এ উপলড়্গ্যে ঢাকায় র‌্যালী করার উদ্যোগের বিষয়ে প্রস্ত্মাব করেন।এতে বিএসসি'র গুরন্নত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং শেয়ার বাজার সংশিস্নষ্টরা বিএসসি সম্পর্কে অবগত হবে। পরিশেষে তিনি কর্পোরেশনের উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করে আগামী বছর থেকে আরও বেশি লভ্যাংশ প্রদানের আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

১১.২। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (ফলিও নং-১৬৬৫) ঃ-

তিনি সভায় উপস্থিত নৌপরিহন মন্ত্রী, স্থানীয় সাংসদ জনাব এম. আবদুল লতিফ সহ উপস্থিত সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরন্ন করেন। তিনি তার বক্তব্যের শুরন্নতে বলেন, গত বার্ষিক সাধারণ সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন সকল শেয়ারহোল্ডারদের নিকট পৌঁছানোর অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়নি। তিনি শেয়ারহোল্ডারদের নিকট বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে বার্ষিক প্রতিবেদন পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি উলেস্নখ করেন সভাপতি ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর বক্তব্য থেকে জাহাজ অর্জনের বিষয়টি প্রতি বছর শুনে আসছেন কিন্তু অদ্যাবধি জাহাজ অর্জিত হয়নি। অপরদিকে নতুন কোন জাহাজ সংযোজন না হওয়ায় বর্তমানে জাহজের সংখ্যা মাত্র তিনটি। সংস্থার জাহাজ বিক্রি করতে করতে বর্তমানে এর সংখ্যা হয়েছে ৩টিতে। তিনি কর্পোরেশনের সামগ্রিক ব্যয় সংকোচনের প্রস্ত্মাব করেন। তিনি আরও বলেন, ২০১১ সালে শেয়ার বাজার হতে সংস্থা ৩১৩ কোটি টাকা জাহাজ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে, কিন্তু ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও শেয়ারহোল্ডারদের টাকায় জাহাজ ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ তিনি বিএসসি'র বহরে অবিলম্বে জাহাজ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

১১.৩। জনাব কবির আহমেদ চৌধুরী (বিও একাউন্ট নং-১৬০১৮৮০০৪৫৮৪৩৫০০) ঃ-

তিনি সভায় উপস্থিত সভাপতি, চট্টগ্রাম-১১ আসনের মাননীয় এমপি, উপস্থিত শেয়ারহোল্ডার ও অন্যান্য সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরম্ন করেন। তিনি বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিএসসি'র যাত্রা শুরু করেছিলেন ২টি জাহাজ নিয়ে যা তাঁর সময়ে ১৪টি জাহাজে উন্নীত করা হয়। তিনি শুধু মালামাল পরিবহনের জন্য বিএসসি প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি স্বল্প ব্যয়ে হজ্জযাত্রী পরিবহনের জন্য হিজবুল বাহার নামে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ সংযোজন করেছিলেন। কিন্তু সেই বিএসসি'র বর্তমান বহরে মাত্র তিনটি জাহাজ থাকায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বর্তমান শেয়ার বাজারের সার্বিক করম্নন অবস্থার বিষয়ে আলোকপাত করেন। সেই সাথে বাজারে বিএসসি'র শেয়ারের মূল্য ও লভ্যাংশ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা মোতাবেক বিএসসি'র বহরে দ্রম্নত জাহাজ সংগ্রহের জন্য কর্তৃপড়্গকে অনুরোধ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

১১.৪। জনাব দিলীপ কুমার (বিও একাউন্ট নং ১২০৩০১০০১৬৫৪৫৬৪১)ঃ-

তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে সাধুবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরম্ন করেন। তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী জাহাজ ক্রয়ের জন্য কার্যকর পদড়্গেপ নেয়ার অনুরোধ জানান। তিনি তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন বিএসসি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। জাতির পিতা বিএসসি-কে ১৪টি জাহাজ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। অত:পর কর্পোরেশন ৩৮টি জাহাজ সংগ্রহ করে। বর্তমানে কর্পোরেশনের বহরে ০৩টি জাহাজ। তিনি আয় বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী জাহাজ অর্জনের উপর গুরম্নত্বারোপ করেন এবং লভ্যাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। তিনি উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের যাতায়াত ভাতা প্রদানের অনুরোধ করেন। তিনি নৌপরিবহন মন্ত্রীসহ সংশিস্নষ্ট সকলকে বিএসসি'র উন্নয়নের গুরম্নত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

১১.৫। জনাব মোঃ আমির হোসেন (বিও একাউন্ট নং-১২০৪১৮০০২৮৪০৭৫৭৬) ঃ-

তিনি উপস্থিত সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরম্ন করেন। বার্ষিক সাধারণ সভা সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠান ও একটি চমৎকার বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রদানের জন্য সংশিস্নষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাছাড়া, তিনি অর্থ বছর সমাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উপস্থাপিত হিসাবের সাথে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বিভিন্ন বিষয়ের তুলনা করেন এবং গত বছরের তুলনায় শেয়ার প্রতি আয় ও নীট মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি কার্গো পরিবহনে ড়্গেত্রে শিপিং টনেজ গত বছরের তুলনায় উলেস্নখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় তার একটি ব্যাখ্যা কর্তৃপড়্গের কাছে আশা করেন। এছাড়া তিনি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা না হওয়ার কারণ জানতে চান। তিনি ঢাকাস্থ বিএসসি ভবন জরম্নরী ভিত্তিতে ভাড়া দিয়ে আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি সকলের সুস্বাস্থ্য, কর্পোরেশনের উন্নতি ও সাফল্য কামনা করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

১১.৬। বেগম শেফালী সাহা (বিও একাউন্ট নং-১২০৩০১০০১৬৫৪৫৬৫৮) ঃ-

তিনি উপস্থিত সকলকে সাধুবাদ ও নমস্কার জানিয়ে তার বক্তব্য শুরম্ন করেন। সেইসাথে তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী জাহাজ অর্জন করে তা বাণিজ্যে নিয়োগ করে আয় ও মুনাফা বৃদ্ধি করার উপর গুরম্নত্বারোপ করেন এবং আগামীতে ডিভিডেন্ড ন্যূনতম ২০ শতাংশ প্রদানের অনুরোধ জানান।

১১.৭। জনাব হীরালাল বণিক (বিও একাউন্ট নং-১২০৪৩২০০২১৫৬৮৫৭৫) ঃ-

তিনি উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারসহ সকলকে সাধুবাদ জানিয়ে সভায় তার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি বার্ষিক প্রতিবেদনে ছাপানোর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন বিদেশ থেকে সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহনের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বহন করে দেশকে পরিচিত করছে। এছাড়া কর্পোরেশন মেরিনারদের চাকুরীর ব্যবস্থা করেছে। তিনি কর্পোরেশনের জন্য জাহাজ ক্রয়ের জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি উলেস্নখযোগ্য হারে সংস্থার ব্যয় কমিয়ে লভ্যাংশ আরও বৃদ্ধি করার পরামর্শ প্রদান করেন। চীন থেকে ক্রয়তব্য ৬টি জাহাজ ২০১৭ সালের মধ্যে সংগ্রহের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন, কেননা বিএসসি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠান। তিনি সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য যাতায়াত ভাড়া প্রদানের অনুরোধ জানান এবং সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

১১.৮। আলহাজ্ব মোঃ আবদুল ওয়াহাব (বিও একাউন্ট নং-১২০১৯৬০০০৮০২৭১২৭) ঃ-

তিনি সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি প্রথমেই কর্পোরেশনের জাহাজ বৃদ্ধি করে আয় বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন। বর্তমান সরকারের সময়ে আকাশপথ, স্থলপথ ও নৌপথ এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিএসসি কেন পিছিয়ে আছে তা তিনি জানতে চান। তিনি বলেন চীন থেকে ৬টি জাহাজ ক্রয়ের প্রক্রিয়াটি তরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনে এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র হস্তক্ষেপ কামনা করার অনুরোধ করেন। তিনি সভাপতির উদ্দেশ্য বলেন যে, তিন বারের নৌপরিবহন মন্ত্রী, যিনি শ্রমিক বান্ধব ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর পড়োই সম্ভব দ্রুত বিএসসি'র বহরে জাহাজ সংযোজন করা। তিনি বিএসসি'র সুন্দর ভবিষ্যতের আশাবাদ ব্যক্ত করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

১১.৯। জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ (বিও একাউন্ট নং-১২০১৯৬০০০১১৪১৭৬২)

বিএসসি'র ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন বিএসসি সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহন ছাড়াও একটি জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বিদেশের বন্দরে জাতীয় পতাকা বহন করে দেশের সুনাম অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। তাই শুধু ব্যবসা নয় দেশের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য এ কর্পোরেশনের অস্থিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, জাহাজ যোগে সমুদ্র পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে খরচ অনেক কম। সেই বিবেচনায় কর্পোরেশনের বহরে জাহাজ সংযোজন করা হলে স্বল্প ব্যয়ে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সেইসাথে আয় ও মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করে শেয়াহোল্ডারদের বেশি মুনাফা/লভ্যাংশ প্রদান করা সম্ভবপর হবে মর্মে তিনি অবহিত করেন। তিনি বিএসসি'র উন্নতি ও সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

১১.১০। জনাব আশরাফুজ্জামান (বিও একাউন্ট নং-১২০২৮৯০০২৮৮১৪৮৮১) ঃ-

জনাব আশরাফুজ্জামান উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি শুরুতে বাংলাদেশের নৌ-সেক্টরের সুবর্ণ ঐতিহ্য এবং কিভাবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নৌ-সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের নৌ-সেক্টরের সেই পুরানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি সংশিস্নষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। তিনি বিএসসি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশনসহ অন্যান্য সুবিধাদি চালু করার জন্য বিএসসি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

একইসাথে বিএসসি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রসারের জন্য দ্রুত জাহাজ সংযোজনসহ সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

১১.১১। এম. এ. আনিস (বিও একাউন্ট নং-১২০১৬০০০১৭৪১৮৬২৩) ঃ-

তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরম্ন করেন। তিনি শুরম্নতে বিএসসি'র শেয়ারে টাকা লগ্নি করে আশানুরম্নপ ফল পাচ্ছেন না বলে জানান। কেননা তিনি বিএসসি শেয়ারের মূল্য আরও বৃদ্ধি এবং মুনাফা আরও বেশী হওয়া উচিৎ মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বিএসসি'র আয় যখন কম প্রশাসনিক খাতে ব্যয় কমানোর পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া বিএসসি'র উন্নয়নে মাননীয় মন্ত্রীসহ স্থানীয় সাংসদের সুদৃষ্টি কামনা করেন, যাতে বিএসসি'র বহরে চীন থেকে ক্রয়ের জন্য অপেড়্গামান জাহাজ দ্রম্নত সংযোজিত হয়। তিনি শেয়াহোল্ডারসহ সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

১১.১২। জনাব মৃদুল কান্তি দাস (বিও একাউন্ট নং- ১২০১৬৮০০০৮২০৮০০৯) ঃ-

জনাব মৃদুল কান্তি দাস উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন ১০% লভ্যাংশ একটি বিও হিসাব পরিচালনা ব্যয়ের তুলনায় খুবই নগন্য বিধায় পরবর্তী বছর থেকে লভ্যাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। উপরন্তু তিনি সকল শেয়ারহোল্ডারগণকে যাতায়াত ভাতা বাবদ নূন্যতম টাকা ২০০/- করে প্রদানের জন্য বিএসসি কতৃপড়্গকে অনুরোধ করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

১১.১৩। জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন (বিও একাউন্ট নং- ১২০১৫৯০০০৪৪৬০০৮১) ঃ-

তিনি উপস্থিত সকলকে সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরম্ন করেন। তিনি শুরম্নতে বিএসসি কর্তৃক **MOU** স্বাড়্গারিত দুইটি মাদার ট্যাংকার অচিরেই বিএসসি'র বহরে সংযোজনের অনুরোধ করেন এবং একইসাথে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে ভোজ্য তৈল পরিবহনের জন্যও ট্যাংকার ক্রয়ের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন দেশে প্রচুর পরিমাণে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেল পরিবহন করতে হয় যা বিএসসি পরিবহন করলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে ও বিএসসি লাভবান হবে। তিনি বার্ষিক প্রতিবেদনটি সুন্দরভাবে মুদ্রণের জন্য সংশিস্নষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে উপস্থিত সকল শেয়ারহোল্ডারদের টাকা ৫০০/- করে সম্মানী প্রদানের আহবান জানান এবং বিএসসি'র উন্নয়ন কামনা করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

১১.১৪। জনাব আসাদুজ্জামান মৃধা (বিও একাউন্ট নং-১২০১৬০০০০১০৯৬৯৬৬)ঃ-

তিনি উপস্থিত সকলকে সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরম্ন করেন। তিনি বিএসসি'র শুরম্নর দিনগুলোর কথা স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে বিএসসি প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে ২টি জাহাজ বিএসসি'র বহরে সংযোজন করেন, যা পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে ১৪টি জাহাজের বহরে উন্নীত হয়। বর্তমানে চীন থেকে ৬টি জাহাজ ক্রয়ে ২০১১ সালে চুক্তি স্বাড়্গারিত হয়, কিন্তু ছয় বছর পরও বিএসসি'র বহরে উক্ত জাহাজগুলো সংযোজন করা সম্ভব না হওয়ার কারণ মূল্যায়ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহনের অনুরোধ করেন। তিনি কষ্ঠার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্য জাতীয় পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন। সেই সাথে বিএসসি'র বর্তমান ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে সামনে এগিয়ে যাবে মর্মে আশা রেখে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

১১.১৫। এস এম রেজ্জাকুল হায়দার (বিও একাউন্ট নং-১২০১৮৪০০০০৯০৭০৬৪) ঃ-

তিনি সকলকে সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি নিজেকে একজন ক্ষতিগ্রস্থ শেয়ারহোল্ডার হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বিএসসি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন সংস্থার বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি করার। যার ফলে শেয়ার বাজারে বিএসসি'র শেয়ার ভাল মূল্যায়িত হবে এবং সরকারের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। তিনি বিএসসি'র উন্নতি এবং সংশিস্নষ্ট সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

১১.১৬। জনাব মোস্তফা কামাল (বিও একাউন্ট নং ১২০১৮৪০০৫০৭৩৭১৫৪) ঃ-

তিনি উপস্থিত সকলকে সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বিএসসি'র শেয়ারের অভিহিত মূল্য টাকা ১০০/- থেকে টাকা ১০/- না হওয়ার কারণ জানতে চান। তাছাড়া তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের অর্থ ঋণ নিয়ে বিএসসি'র জন্য জরুরী ভিত্তিতে জাহাজ ক্রয়ের পরামর্শ প্রদান করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

১২। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের মূল্যবান বক্তব্য ও পরামর্শের উপর কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ব্যাখ্যা প্রদান ঃ-

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের মূল্যবান বক্তব্য ও পরামর্শের প্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য কমডোর হাবিবুর রহমান ভূইয়া সভাপতির অনুমতিক্রমে কর্পোরেশনের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তিনি উলেস্নখ করেন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য জাহাজ অর্জন ও উন্নয়নের জন্য যে সব মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে, সে জন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি ১৬ জন শেয়ারহোল্ডারের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেনঃ-

১) আয় কম, ব্যয় বেশি ও পণ্য পরিবহন কম হওয়ার কারণ ঃ-

কর্পোরেশনের বহরে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে জাহাজের সংখ্যা ছিল ১৩টি। বাণিজ্যিক আয়ুষ্কাল শেষ ও অলাভজনক বিবেচিত হওয়ায় পর্যাক্রমে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৫টি জাহাজ বিক্রয় করার পর জাহাজের সংখ্যা কমে হয় ৮টি। জাহাজের সংখ্যা কমে যাওয়া ও পুরাতন জাহাজ হওয়ায় পণ্য আমদানী ও রপ্তানীকারকদের নিকট উক্ত জাহাজগুলো ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ থাকায় পণ্য পরিবহন ক্ষমতা যা বার্ষিক প্রতিবেদনে শিপিং টনেজ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে তা উলেস্নখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে যার ফলে কর্পোরেশনের আয় কম হয়েছে। এছাড়া ঐসময়ে বহরে জাহাজগুলো বাণিজ্যে নিয়োগ না থাকা সত্বেও জাহাজী কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা, মেরামত ব্যয়সহ জাহাজকে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান মোতাবেক ক্লাসভুক্ত ও বীমার আওতায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে হয়েছে যার ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

২) জাহাজ বিক্রয়ঃ-

জাহাজ বিক্রয় বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন বেশ কিছু সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জাহাজ বিক্রয় করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন আমি ইতোমধ্যে উলেস্নখ করেছি জাহাজগুলো অতি পুরাতন হওয়ায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান আরোপের ফলে

জাহাজগুলো দেশের বাইরে বাণিজ্যে নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। তদুপরি বহরের পুরাতন জাহাজগুলো রাষ্ট্র ও আপনাদের মূল্যবান সম্পদ। তাই এ জাহাজগুলো পুরাতন হওয়ার কারণে বাণিজ্যে নিয়োগ সম্ভব না হলেও যে কোন ধরণের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য জাহাজগুলো শতভাগ বীমা কভারেজ নিতে হয় । যা করতে **International Maritime Orgination (IMO)** কর্তৃক নির্দেশিত বিধি-বিধান (ম্যানিং, মেরামত, মালামাল সরবরাহ, ভিকচুয়ালিং এবং অন্যান্য) পরিপালন করে **Classification Society** এর নিকট থেকে ক্লাস সার্টিফিকেট নিতে হয়। উক্ত বিধি-বিধান পরিপালন করে জাহাজগুলো বহরে রাখতে জাহাজ প্রতি দৈনিক নির্ধারিত পরিচালন ব্যয় **(FOC)** প্রায় ৪,০০০ (চার হাজার) মার্কিন ডলার খরচ করতে হয়েছে। তদ্প্রেক্ষিত উক্ত বিশাল ব্যয় থেকে বিএসসিকে রক্ষার জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর হতে এ পর্যন্ত মোট ১০টি জাহাজ বিক্রয় করতে হয়েছে।

৩) জাহাজ অর্জন ঃ-

তিনি বলেন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের চীন থেকে ৬টি জাহাজ ক্রয়ে দীর্ঘসূত্রিতার কথা উলেস্নখ করেছেন। তিনি অবহিত করেন যে চীন থেকে ৬টি জাহাজ ক্রয় জি টু জি ভিত্তিতে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। যা করতে দুই দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে যা সময়ের ব্যাপার । তদুপরি তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করেন বাংলাদেশ সরকারের সাথে চীন সরকারের এ ধরণের যে কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে তার মধ্যে বিএসসি'র ৬টি জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত প্রকল্প সর্বাগ্রে এবং আশা করা যাচ্ছে যে মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী'র প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি'র বাস্তবায়ন অতি শীঘ্রই হবে। তিনি বাস্তবতার নিরীখে ২০১৮ সাল থেকে বিএসসি'র বহরে চীনের ৬টি জাহাজ পর্যায়ক্রমে সংযোজন সম্ভব হবে মর্মে সবাইকে পুনরায় আশ্বস্ত করেন।

৪) এজিএম অনুষ্ঠানে উপস্থিত শেয়াহোল্ডারদেরকে যাতায়াত খরচ প্রদানঃ-

বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের যাতায়াত খরচ প্রদানের ব্যাপারে তিনি বলেন অনেক দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট করে বিএসসি'র বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য তিনি সম্মানিত শেয়াহোল্ডারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। যাতায়াত খরচ প্রদান সংক্রান্ত দাবীর আলোকে তিনি উলেস্নখ করেন যে, সংস্থা হিসেবে আর্থিক শৃঙ্খলার মধ্যে বিএসসি-কে পরিচালনা করতে হয়। তাছাড়া কর্পোরেশনকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নির্দেশনা মেনে চলতে হয়, যাতে এ ধরণের যাতায়াত ভাতা প্রদানের কোন বিধান নেই। তবে আপনাদের দাবীকৃত এ ভাতা ভবিষ্যতে কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি করে লভ্যাংশের হার বৃদ্ধি'র মাধ্যমে পূরণের প্রচেষ্টা থাকবে।

৫) বিসিআইসি'র সার পরিবহনঃ-

তিনি বলেন একজন শেয়ার হোল্ডার বিসিআইসি কর্তৃক আমদানীকৃত সার বিএসসি কর্তৃক পরিবহন করা হচ্ছেনা কেন তা জানতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন অতীতে বিএসসি কর্তৃক বিসিআইসি'র আমদানীকৃত সার পরিবহন করা হতো। কিন্তু বর্তমানে উক্ত সার বিসিআইসি নিজস্ব ব্যবস্থায় পরিবহন করছে। তথাপি উক্ত সার পরিবহন বিএসসিতে ফিরিয়ে আনার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

১৩। আলোচ্যসূচী ২ এবং ৩- পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত ব্যাল্যান্স শীট, লাভ-লোকসান হিসাব ও যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনঃ-

১৩.১। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বক্তব্যের উপর বিএসসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ব্যাখ্য প্রদান শেষে সভাপতি ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষিত ব্যাল্যান্স শীট, লাভ-লোকসান হিসাব ও যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে আহ্বান জানান। সভাপতির আহবানের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

১৪। **আলোচ্যসূচী ৪- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণঃ-**

১৪.১। সভাপতি উলেস্নখ করেন যে, গত ২৭-০৪-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিএসসি'র ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য পিপিআর/ বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দু'টি অংশীদারী চাটার্ড একাউন্ট্যান্টস্ ফার্ম (১) মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান এন্ড কোং ও (২) মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং প্রত্যেককে ৬০,০০০/- টাকা ফি'তে অর্থাৎ সর্বমোট ১,২০,০০০/- টাকা ফি'তে যুগ্ম-নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার নিমিত্ত প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টিকে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগ করার নিমিত্ত অনুমোদন করার জন্য সভার সভাপতি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের আহবান/প্রস্তাব করেন। সভাপতির আহবানের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত প্রস্তাব সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

১৫। **আলোচ্যসূচী ৫-- লভ্যাংশ ঘোষণা ও অনুমোদন ঃ-**

১৫.১। সভাপতি অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৫.৩৩ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। এ নীট মুনাফা অতি সামান্য সত্বেও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ বিবেচনা করে গত ২৭-০৪-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসসি'র বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর ২৮৬তম সভায় সরকার ব্যতীত শুধুমাত্র সাধারণ বিনিয়োগকারী/শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিটি ১০০/-(একশত) টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের জন্য ১০% হারে লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড) প্রদানের সুপারিশ করা হয়। সভাপতি বোর্ডের উক্ত সুপারিশ বার্ষিক সাধারণ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের আহবান জানান। সে প্রেক্ষিতে ২৮৬তম বোর্ড সভার সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ব্যতীত শুধুমাত্র সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিটি একশত টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের জন্য ১০% হারে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য বোর্ডের সুপারিশ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

১৬। **আলোচ্যসূচী ৬-- আরপিও এর মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল খরচের সময়সীমা ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার অনুমোদন ঃ**

১৬.১। সভাপতি সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন একটি পুরাতন মাদার ট্যাংকার এবং একটি পুরাতন প্রোডাক্ট ক্যারিয়ার ক্রয়ের লক্ষ্যে আরপিও'র মাধ্যমে শেয়ার বাজার হতে ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে ৩১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে। জয়েন্ট ভেঞ্চারে একটি মাদার ট্যাংকার ক্রয়ের জন্য বার বার প্রচেষ্টা নেয়া সত্ত্বেও সফল হওয়া যায়নি। এছাড়া আরপিও'র অর্থ ব্যয়ে একটি পুরাতন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার ক্রয়ের জন্য পর পর চার বার দরপত্র আহবান করা হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক পুরাতন জাহাজের পরিবর্তে নতুন জাহাজ ক্রয়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে কমপক্ষে ৩৪,০০০ ডিডবিস্নউটি সম্পন্ন একটি নতুন

প্রোডাক্ট অয়েল/কেমিক্যাল, ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ডি পি এম পদ্ধতিতে ক্রয়ের কার্যক্রম শুরম্ন করা হয়। বর্তমানে উলিস্নখিত জাহাজ ক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাহাজ সরেজমিনে পরিদর্শন এবং Independent classification society এর surveyor এর মাধ্যমে Pre-purchase inspection কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপড়্গের অনুমোদন প্রাপ্তির পর জাহাজটি কর্পোরেশনের বহরে যুক্ত হবে মর্মে আশা করা যায়। তদপ্রেড়্গিতে আরপিও'র মাধ্যমে সংগ্রহকৃত অবশিষ্ট তহবিল জাহাজ ক্রয় খাতে যথাযথ ব্যবহার/খরচ করার সময়সীমা আগামী ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়। সভাপতির উক্ত প্রস্তাব সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

১৭। সভাপতির সমাপনী ভাষণঃ-

বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্যসূচীসমূহ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের পর সভার সভাপতি মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এর সমাপনী বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ-

১৭.১। সভাপতি সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন যুগোপযোগী ও বাংলায় রূপান্তর করার কার্যক্রম ইতোমধ্যে প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত আইনে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য থেকে পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি এ আইনটি এ বছর চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাছাড়া তিনি শেয়ারহোল্ডারদের এই মর্মে আশ্বস্ত করেন যে, বিএসসি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা খুব স্বচ্ছতার মাধ্যমে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তিনি বলেন যে, যাতে বিএসসি'র একটি টাকাও অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যয় না হয় সে বিষয়ে পরিচালক মন্ডলী যথেষ্ট সচেতন। একজন শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক বিএসসি'র শেয়ারের অভিহিত মূল্য টাকা ১০/- কখন হবে তার জিজ্ঞাসার প্রেড়্গিতে তিনি বলেন যে, বিষয়টিও বর্তমান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত আইনের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর খুব দ্রম্নত বিএসসি'র শেয়ারের অভিহিত মূল্য টাকা ১০/- এ রূপান্তর করা হবে।

১৭.২। তিনি শেয়ারহোল্ডরগণকে জাহাজ সংগ্রহে দীর্ঘ সময়ড়্গেপনের বিষয়ে বলেন যে, সরকারি সংস্থা হিসেবে এবং জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত সকল নিয়মনীতি অনুসরণপূর্বক অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হয়। তবে, চীন থেকে ক্রয় প্রক্রিয়াধীন ৬টি জাহাজ ক্রয়ের কার্যক্রম খুব দ্রম্নত সম্পন্ন করে আগামী ২০১৮ সাল হতে পর্যায়ক্রমে উক্ত জাহাজ বিএসসি'র বহরে সংযোজন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাছাড়া, সমস্ত কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হলে শেয়ারহোল্ডারদের নিকট থেকে **RPO** এর মাধ্যমে সংগৃহীত অবশিষ্ট টাকায় একটি জাহাজ আগামী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে বিএসসি'র বহরে সংযোজন করার বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৭.৩। একজন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে সকল শেয়ারহোল্ডারের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরন করার প্রস্তাব রাখেন। তদ্প্রেড়্গিতে তিনি বলেন বিশাল সংখ্যক শেয়ারহোল্ডারদের স্ব-স্ব ঠিকানায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা সম্ভব নয়। কারণ বার্ষিক প্রতিবেদন মূদ্রণপূর্বক তাঁদের সকলের নিকট প্রেরণ করা হলে সংস্থার প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে। এ প্রতিবেদন কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। কাজেই শেয়ারহোল্ডারগন ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজন মত ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এছাড়া কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও খুলনা অফিস থেকে এজিএম অনুষ্ঠানের ২(দুই) সপ্তাহ পূর্বে শেয়ারহোল্ডারগন প্রয়োজনে বার্ষিক প্রতিবেদন

সংগ্রহ করতে পারবেন। যে সকল শেয়ারহোল্ডার সভায় উপস্থিত হবেন তাদেরকেও বর্তমানের ন্যায় সভা অনুষ্ঠানের দিন প্রবেশের সময় বার্ষিক প্রতিবেদন দেয়া হবে।

১৭.৪। সভাপতি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবহিত করেন যে, বিএসসি'র আয় বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন খুব দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার চেষ্টা চলমান। তিনি বলেন ইতোমধ্যে ঢাকাস্থ বিএসসি টাওয়ার এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা থেকে বছরে ৭-৮ কোটি টাকা আয় হবে মর্মে আশা করা যায়। উক্ত আয় ও জাহাজ পরিচালনা থেকে আয় যোগ হলে বিএসসি'র আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভবিষ্যতে শেয়ারহোল্ডারদের তদানুযায়ী লভ্যাংশ প্রদানও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৮। পরিশেষে, জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অগ্রযাত্রা, উন্নতি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৬/৯/১৬
(শাজাহান খান, এম.পি)
মন্ত্রী
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্,
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন।

D:\Faruk\BSC AGM\AGM Minutes\AGM Minutes 38th.doc

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম।

নং-১৮.১৬.০০০০.৩৫২.০৬.০১৫-৯২১

তারিখঃ ২৪-০৪-১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
০৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতির জন্য কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হলে।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/৯/১৬
(মোহাম্মদ আবদুল আউয়ল)
সচিব
টেলিফোন ঃ ০৩১-৭২৪৪৭৯

বিতরণ ঃ সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার।